দুর্নীতি দমন কমিশন

মাসিক

দুদক বার্তা

৯ম বর্ষ ⊙ ৪০তম সংখ্যা ⊙ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ⊙ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এক নজরে

সম্পাদকীয়

গ্রেফতার

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা

প্রশিক্ষণ

হট লাইনভিত্তিক অভিযান

বিচার ও দন্ড

উল্লেখযোগ্য চার্জশিট

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুসারে ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কমিশন দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অসংখ্য মামলা দায়ের, বিজ্ঞ আদালতে চার্জশিট দাখিল সর্বোপরি প্রসিকিউটিং সংস্থা হিসেবে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার নিরন্তন চেষ্টা করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে কমিশন দুদকের মামলার তদন্ত ও প্রসিকিউশনের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কিছু কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে আলোকে সকল অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদি একটি কর্মকৌশল প্রণয়ন করে। বর্তমানে প্রতি বছর এই কর্মকৌশলের অংশবিশেষ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রসিকিউশন ব্যবস্থাপনার এই সংস্কারের ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের করা বিগত পাঁচ বছরের মামলায় বিচারিক আদালতের রায়সমূহ পর্যালোচনা করলে এমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। দেখা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় ২০১৫ সালে সাজার হার ছিল ৩৭%, ২০১৬ সালে সাজার হার ৫৪%, ২০১৭ সালে সাজার হার ৬৮%, ২০১৮ সালে সাজার হার ৬৩% এবং ২০১৯ সালে সাজার হার ৬৩%। এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৭ সাল থেকে কমিশনের দায়ের করা মামলায় সাজার হার বর্ধিত মাত্রায় স্থিতিশীল রয়েছে। বিগত ২ বছর সাজার হার একই রয়েছে। এটা কমিশনের ইতিবাচক অর্জন। কিন্তু কমিশন এতে সন্তুষ্ট নয়। কমিশন প্রত্যাশা করে, মামলায় সাজার হার হবে শতভাগ। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন, তা হলো কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মানিলন্ডারিং মামলায় বিচারিক আদালতে বিগত দুই বছরে (২০১৮ ও ২০১৯ সাল) যে সকল রায় হয়েছে তার শতভাগ মামলার সাজা নিশ্চিত হয়েছে। কমিশন নিজস্ব প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকেই মামলার তদন্ত ও প্রসিকিউশনে গুণগত পরিবর্তন আনার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে মামলা-মোকদ্দমা, আসামি গ্রেফতার, তাৎক্ষণিক অভিযান, আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের শাস্তিসহ সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও জনআকাঙ্খা অনুসারে দুর্নীতির মাত্রা কমেছে তা স্পষ্টভাবে বলা সমীচীন হবে না। তবে দুর্নীতির মাত্রা কমেছে এতেও কোনো সন্দেহ নেই। দুর্নীতির টেকসই নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত কর্মকৌশল। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থা, শিক্ষক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দুর্নীতি বিরোধী তীব্র সামাজিক আন্দোলনের বিষয়টি অগ্রগণ্য। সমাজ যখন দুর্নীতিকে ঘৃণা করবে, চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের বয়কট করবে, দুর্নীতি তখনই সমাজ থেকে দূর হবে। অনেক সামাজিক অপরাধ সমাজশক্তির তীব্র বিরোধীতায় দূর হয়েছে। হয়তো দুর্নীতি একদিন আমাদের সমাজ থেকে চিরতরে বিদায় হবে।

নির্বাহী সম্পাদক : দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়,
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০

১০৬ নম্বরে ফ্রি কল করুন

9353004-8
info@acc.org.bd
www.acc.org.bd

গ্রেফতার

নভেম্বর/২০২০ মাসে কমিশন ০১(এক) জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ তাসলিম সরকার, সাবেক প্রিন্সিপাল অফিসার, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	আসামিগণ পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণাপূর্বক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকার মোট ৮,২৭,৮৮,২৮৬/- টাকা আত্মসাৎ।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন নভেম্বর/২০২০ মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৫৭টি মামলা দায়ের করেছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ শরিফ উদ্দিন, পদবী-পাঁচক/কুক, ইবিআরসি, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য ১৫ জন।	বেসামরিক কর্মচারীদের জিপি ফান্ড হতে ৮,৫৫,১১,২৯৯/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।
মোঃ আবুল কাশেম, সাবেক ম্যানেজার ও শাখা প্রধান, বর্তমানে অডিট এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	চেক জালিয়াতির মাধ্যমে ২৬,১৪,৯৮,২০৩/- টাকা আত্মসাৎ।
পুতুল রানী মন্ডল, সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), উপজেলা- মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা-বরিশাল ও অন্যান্য ১৮ জন।	১৮ জন শিক্ষকের বেতন-ভাতা বাবদ ১,১৫,২৯,৩১৮/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।

প্রশিক্ষণ

নভেম্বর/২০২০ মাসে কমিশনের ১০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।	দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	১০৮ জন

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

কমিশন নভেম্বর/২০২০ মাসে ৪৩টি অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান
৪৩টি	চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জেলা কারাগার, পল্লী বিদ্যুৎ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার ও দণ্ড

নভেম্বর মাসে ২৭টি মামলা বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির পরিচিতি	বিচারিক আদালতের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এ এইচ এম এ মান্নান, মালিক মেসার্স বিএম ট্রেডার্স, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জসহ ০৪ জন।	আসামি এ এইচ এম এ মান্নানসহ ০৪ জনের প্রত্যেককে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।
মোঃ ইউসুফ হোসাইন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স রায়হান প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।	আসামি মোঃ ইউসুফ হোসাইনকে ৪২০ ধারায় ০৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৮,০১,৬৫,২৭৮/- টাকা জরিমানা, ৪৬৮ ধারায় ০২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৪৭১ ধারায় ০২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৫ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান।
মোঃ আহসান হাবীব কামাল, সাবেক মেয়র, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনসহ ০৫ জন।	আসামি মোঃ আহসান হাবীব কামালসহ সকল আসামিকে ০৭ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড (১) নং আসামি মোঃ আহসান হাবীব কামাল ও (৫) নং আসামি মোঃ জাকির হোসেনকে ০১ কোটি টাকা করে জরিমানা প্রদান।
রাফেজা বেগম ওরফে নাজমা হায়দার রাফিজা, উচ্চমান সহকারী, নাউলি, অভয়নগর, যশোর।	আসামি রাফেজা বেগম ওরফে নাজমা হায়দার রাফিজাকে ২৬(২) ধারায় ০৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২৭(১) ধারায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০১ কোটি ০৫ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান।

দাখিলকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলার চার্জশিট

কমিশন নভেম্বর/২০২০ মাসে ৪৩টি মামলায় চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার চার্জশিট উল্লেখ করা হলো।

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাবেক রেকর্ড কীপার, চীপ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বর্তমানে-নাজির, জেলা জজ আদালত, নোয়াখালী।	ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ব্যাংক হতে ২৭,৮২,৭২,৯৬৬/-টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ।
মোঃ মুসাদ্দেক হোসেন মুসি ওরফে মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।	মুক্তিযোদ্ধা না হয়ে মুক্তিযোদ্ধা দেখিয়ে ও জাল এসএসসি সনদ দিয়ে চাকরি করে ৩৮,৪৭,৬৮০/- টাকা আত্মসাৎ।
সৈয়দ এহসানুল হক, চেয়ারম্যান, ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি ট্রাষ্ট, কুমিল্লা ও অন্যান্য ০৬ জন।	অবৈধ বেতন-ভাতা, গাড়ীসহ অন্যান্য সুবিধা ভোগ এবং ইউনিভার্সিটির নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব হতে ৩/৪ বছরে ছাত্রদের প্রদত্ত ১৫/১৬ কোটি টাকার বৃহৎ অংশ আত্মসাৎ।

অভিযান

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬-এ
অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬-এ
অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

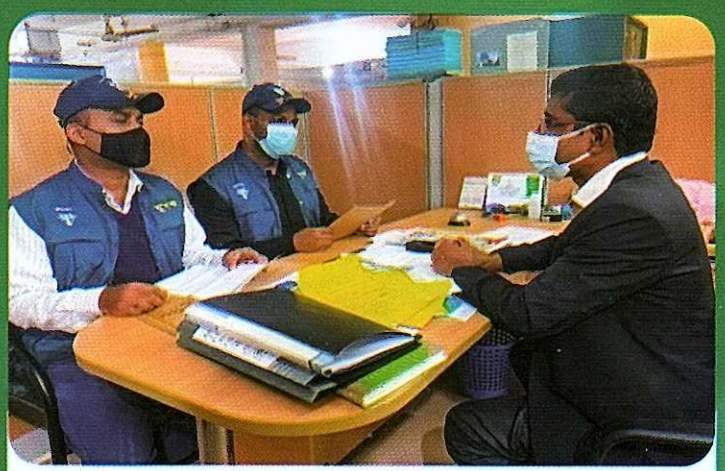

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬-এ
অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬-এ
অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যেকোনো ফোন থেকে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের

হটলাইন-১০৬

নম্বরে ফ্রি কল করুন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রে নিচের দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে জানাতে কল করুন

মানুষ ঘুষ দেয়া বন্ধ করলে, ফাইল আটকে রাখারও অবসান ঘটবে ✓ দুর্নীতিকে না বলি